পৌর একাদশকে টাইব্রেকারে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন সদর উপজেলা একাদশ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেলা প্রশাসক গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেহেরপুর সদর উপজেলা একাদশ।

শনিবার বিকেলে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-০ গোলে মেহেরপুর পৌর একাদশকে পরাজিত করে শিরোপা জিতে নেয়।

নির্ধারিত সময়ের খেলায় উভয় দলই একাধিক আক্রমণ পরিচালনা করে গোলের সুযোগ সৃষ্টি করলেও কোনো দলই জালের দেখা পায়নি। ফলে ম্যাচটি গোলশূন্য ড্র হলে ফল নির্ধারণে গড়ায় টাইব্রেকারে।

টাইব্রেকারে সদর উপজেলা একাদশের হয়ে হিমেল, মাহফুজ ও কিরণ সফলভাবে গোল করেন। অন্যদিকে পৌর একাদশের হয়ে সাব্বির, রোকন ও সেলিম শট নিলেও গোলরক্ষক লাকি সাব্বির ও রোকনের শট দারুণ দক্ষতায় রুখে দেন। সেলিমের নেওয়া তৃতীয় শটটি গোলবারের বাইরে চলে গেলে সদর উপজেলা একাদশের খেলোয়াড় ও সমর্থকদের উল্লাসে স্টেডিয়াম মুখরিত হয়ে ওঠে।

খেলা শেষে প্রধান অতিথি জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় শিমুলকে ম্যান অব দ্য ফাইনাল, শামীমকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট, লাকিকে সেরা গোলরক্ষক এবং হিমেলকে সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে পুরস্কৃত করা হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় বলেন, মাঠে বিপুলসংখ্যক দর্শকের উপস্থিতি প্রমাণ করে মানুষ এখনও খেলাধুলার প্রতি আগ্রহী। আগামী ৯ আগস্ট প্রধানমন্ত্রী “প্রাইম মিনিস্টার গোল্ডকাপ” টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করবেন। আমরা সবাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে খেলায় অংশগ্রহণ করব এবং তা উপভোগ করব। আজকে যারা জয়লাভ করেছে তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং যারা জিততে পারেনি তাদেরকে আমরা শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। খেলাই একদল জিতবে একদল

হারবে এটাই স্বাভাবিক। খেলাধুলা আমাদের অন্যতম একটা বিষয় শিখায় শৃঙ্খলাবোধ। খেলাধুলা সহ আমরা সকল কাজে শৃঙ্খলাবদ্ধ হয়ে কাজ করব এবং যে কোন কাজে হেরে গেলে সেখান থেকে আবার কিভাবে নতুন নতুন উদ্দীপনা নিয়ে ঘুরে দাঁড়াতে হয় কাজ করতে হয় সেটাও আমরা শিখব।

এর আগে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম ফাইনাল ম্যাচের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন এবং দুই দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পরিচিত হন। খেলা শুরুর আগে মেহেরপুর জেলার প্রয়াত প্রাক্তন ফুটবলারদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের প্রকাশক জাবেদ মাসুদ মিল্টন, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম শাখাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মেহেদী হাসান, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, সহকারী কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান, শেখ তৌহিদুল কবীর ও ভুবেন চন্দ্র হালদার, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, জেলা জামায়াতে ইসলামীর রাজনৈতিক সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন, জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব রকিবুল হাসান রিপন, সাবেক সম্পাদক অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদস্য আব্দুস সালাম, প্রাক্তন ফুটবলার মাসুদ করিম ধলস, আবু ইউসুফ মিরন ও এমদাদুল হক, জেলা জাসাসের সদস্য সচিব বাকা বিল্লাহ, ক্রিকেট কাউন্সিলর হাসিবুজ্জামান স্বপনসহ বিপুলসংখ্যক দর্শক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি সুযোগ লাভ করা সুমির পাশে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করা এক হতদরিদ্র মেয়ের পাশে দাঁড়ালেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার পদ্মবিলা ইউনিয়নের হায়দারপুর গ্রামের মোঃ আলামিন শেখ ও মোছাঃ রুজিনা বেগম দম্পতির মেয়ে মোছাঃ সুমি খাতুন ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সি-ইউনিট এ মেধা তালিকায় ২১২তম স্থান অর্জন করে।

দরিদ্র পরিবারের মেয়ে সুমি অর্থাভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পেয়েও ভর্তি হতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দেয়। সে খবর শোনামাত্র চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান সুমিকে ১৫০০০/- অর্থ সহায়তা প্রদান করেন এবং ভবিষ্যতে পাশে থাকবেন বলে আশ্বস্ত করেন । একইসাথে ভালোভাবে পড়াশোনা করে দেশ,জাতি ও সমাজের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেভাবে নিজেকে যোগ্য করে তোলার পরামর্শ প্রদান করেন।

সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া চার কন্যার পাশে দাঁড়ালেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

চুয়াডাঙ্গায় আলোড়ন সৃষ্টিকারী একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হওয়া চার কন্যার পাশে দাঁড়ালেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান।

বুধবার বেলা সাড়ে এগারোটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান সদ্য একসঙ্গে ভূমিষ্ঠ হওয়া চার কন্যার জন্য মিষ্টি ও আর্থিক সহায়তা দেন। এসময় তিনি সদ্য ভূমিষ্ঠ হওয়া চার কন্যার নামকরণ করেন দোয়েল-কোয়েল-ময়না-টিয়া।

চুয়াডাঙ্গা শহরের আঁখিতারা জেনারেল হাসপাতালে একসঙ্গে চার কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছেন দামুড়হুদা উপজেলার জুরানপুর ইউনিয়নের বিষ্ণপুর গ্রামের কল্পনা-মাহাবুব দম্পতি। আজ নবজাতকদের দেখতে হাসপাতালে গিয়ে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান এবং মিষ্টিমুখ করান চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। এসময় তিনি ঐ দম্পতির হাতে ১০০০০/-(দশ হাজার) টাকা অর্থ সহায়তা প্রদান করেন

এবং হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নবজাতকদের যাবতীয় চিকিৎসা খরচ বিনামূল্যে প্রদান করার জন্য অনুরোধ জানান।

ঐ দম্পতির অনুরোধে জেলা প্রশাসক মহোদয় তাদের যথাক্রমে দোয়েল, কোয়েল,ময়না ও টিয়া নামকরণ করেন।

উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট নজরুল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের গাইনী কনসালটেন্ট আকলিমা খাতুন।

রমজান মাস উপলক্ষে বাজার মনিটরিংয়ে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক

পবিত্র রমজান মাস উপলক্ষে বাজার মনিটরিং করেছেন চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে দশটার সময় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার ও চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার সংলগ্ন স্থানীয় কাঁচামালের বাজার মনিটরিং করেন তিনি।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম খান পুরো বাজার ঘুরে দেখেন ও বর্তমান বাজার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন।

এ সময় তিনি ব্যবসায়িদের প্রতি আহ্বান করে বলেন পবিত্র মাহে রমজান মাসে সকল পণ্যদ্রব্যে সঠিক মূল্যে বিক্রি করতে হবে। পবিত্র রমজান উপলক্ষে দ্রব্যমূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখার জন্য বড়বাজার এবং নিউ মার্কেট এলাকায় বাজারের সকল ব্যবসায়িদের আহবান জানান। এসময় তিনি দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য এবং রমজান মাসে কেউ যাতে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দকে অনুরোধ জানান।

জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম জানান, অভিযানে মাছ, মাংস (মুরগী, গরু, খাসি) ভোজ্য তেল, চিনি, খেজুর, চাউল, সকল প্রকার সবজি, মসলাসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম হাতের নাগালে রাখতে

অভিযান পরিচালনা করা হয়।

চুয়াডাঙ্গায় গরুর মাংস ৭০০ টাকা ছাগলের মাংস ৯০০ টাকা (ছাগী ৮০০ টাকা) সকল প্রকার মুরগীর ক্রয়মুল্য থেকে কেজি প্রতি ১০ টাকা মুনাফায় বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করা হয়েছে, যা পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

বাজার মনিটরিংয়ে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(শিক্ষা আইসিটি) মোঃ কবীর হোসেন, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(সার্বিক) নাজমুল হামিদ রেজা, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার শামীম ভূইয়া, চুয়াডাঙ্গা সদর এবং জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটবৃন্দ, জেলা মার্কেটিং অফিসার শহিদুল ইসলাম, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সজল আহমেদ সহ ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।